গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরি-১ শাখা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২৫/০৩/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর: ০২.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পে কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করেন।

০২। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় সেটি অন্তর্ভুক্ত পূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ১০৩৬.১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৯.৭৫%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৫৩.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.৭০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারি মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৩১.১৭%। যুগ্মসচিব সভায় আরও জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুকূলে ১৩৫৬.১২ কোটি টাকা সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয়। কার্যক্রম বিভাগ হতে জানানো হয় যে এ অর্থবছরে খুব প্রয়োজন না হলে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ পুন:উপযোজন নিরৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সভাপতি সকল প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও সভাপতি প্রকল্প ভিত্তিক ছাড়কৃত অর্থ নির্দিষ্ট অর্থবছরে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

০৪। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ১০০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৪৪.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৩.৮১%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি

প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৬৪০.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫.৪৬%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬০৯.৫৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭১.৮১%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২৮১.৪৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৭.৪৩%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৮.৮৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২০.১৮%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.০০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.২৭%।

০৫। <u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) <u>১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:</u>

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫৪৬.৬১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৮.৫৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৮২.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৩.৮১%।

সভাপতি উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পাঠানো হয়েছে কিনা প্রশ্নের জবাবে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) বলেন, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

সভাপতির জিজ্ঞাসায় যুগ্মসচিব সভায় জানান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আরেকটি প্রকল্প "অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্পটি ৩১/১০/২০২৩ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে ১৮-০২-২০২৪ তারিখ প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি 4WD অ্যাম্বুলেন্স এবং ০১টি নৌ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দের সংস্থান করা হবে।

সভাপতি'র জিজ্ঞাসায় পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভায় জানান যে, অগ্নি দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক আরও ১০টি ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে ০২টি প্রকল্প যাচাই বাছাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপসচিব (পরিকল্পনা-১) জানান যে, প্রকল্প ০২টির জনবল অনুমোদনের জন্য অর্থবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আলোকে চাহিদা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) প্রয়োজন বাস্তবতার নিরীখে বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ০৪টি প্রকল্প ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	"ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার স্টেশন পুন: নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (নভেম্বর ২০২৩ থেকে জুন ২০২৭ খ্রি.)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রকল্পের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুর্নগঠনের কাজ অধিদপ্তরে চলমান।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদকাল: (জুলাই/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৭)	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুন:নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন এর স্থলে ৩৪টি (২৬টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুন:নির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রেখে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৯/০১/২০২৪ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ডিপিপি পাওয়া গেছে। গত ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (মার্চ /২৩ হতে জুন/২৬)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৬/১১/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য গত ০৬/১২/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২২/০৪/২০২৪ তারিখে পিইসি সভা আহ্বান করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (অক্টোবর/২৩ হতে জুন/২৬)	"ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১/১০/২৩ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। ২৮/০২/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন (FARSOW) প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৫, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (নভেম্বর/২০ হতে জুন/২৭)	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১/১০/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ১৩/০২/২০২৪ তারিখ প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	৩০/০৮/২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬/১০/২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪/০৬/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ০৩/০৩/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৭.	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা আগামি ০৪/০২/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর
৮.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/ থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুযারি/২৪ হতে জুন/২৭)	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন অধিদপ্তরে চলমান রয়েছে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৯.	মডার্নাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: (জানুয়ারি, ২০২৩-জুন, ২০২৮ খ্রি.)	অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স" শীর্ষক প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২২/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি ২০/০৩/২০২৪ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ

০৬। <u>মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:</u>

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

<u>আলোচনাঃ</u>

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.২৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.১৭%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ৩১.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.২০%। প্রকল্পটির অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.১৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.২৬%।

প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ড্রাগ ডি-অ্যাডিকশন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) এর বেজমেন্টের ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে। অপর মাদকসাক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংস্কার ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৫ম তলা ও ৬ষ্ঠ তলা) পূর্ত কাজের আহ্বানকৃত দরপত্র ২২-০২-২০২৪ তারিখে উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে। চলতি মাসে মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। সভাপতির জিজ্ঞাসায় তিনি আরও জানান যে, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উক্ত প্রকেল্পে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে যা অর্থবছরে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সভাপতির প্রস্তাবিত মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্প জানতে চাইলে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতিনিধিসহ ০২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভা ২৭-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ডিপিপি চূড়ান্ত করে যথাশীঘ্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি আগামি ১০ কার্যদিবসের মধ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করে এ বিভাগের প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০৪টি প্রকল্প এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হবে। সভাপতি ০৩ (তিন)টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের সাথে ঢাকা টেস্টিং ল্যাবরেটরি আধুনিকায়ন প্রকল্পটি যুক্ত করা যায় কি-না এ বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি চলমান প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক কাজ দ্রুত ও মানসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

(ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক তদারকী করতে হবে।

(গ) প্রস্তাবিত মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামি ১০ কাযদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) "০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ" প্রকল্পটি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(ঙ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্প ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

SA

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	"০৭ (সাত) টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ"- প্রকল্পের চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের জমি চূড়ান্তকরণে জটিলতা থাকায় ০৫ টি বিভাগের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে ২১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে চট্টগ্রাম ও রংপুরসহ ০৭ টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের মৌখিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। নির্দেশনা মোতাবেক ৭টি বিভাগের জন্য ডিপিপি পুনর্গঠনের নিমিত্ত গত ০২/০১/২০২৪ তারিখে গনপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। রংপুর বিভাগের নিরাময় কেন্দ্রের জন্য নতুন জমি নির্বাচনপূর্বক প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্রের জন্য চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে ৩টি জায়গা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয় এবং গত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কর্তৃক জায়গাগুলো পরিদর্শন করে ০১টি জমি চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। বর্ণিত জমিটি অধিগ্রহণ ও কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ১৯/০২/২০২৪ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রস্তাব পাওয়া গেলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে জমির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি, ডিজিটাল সার্ভে রিপোর্ট সম্পন্নকরণ, স্থাপত্য নকশা প্রস্তুতসহ ডিপিপি পুনর্গঠনের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২।গণপূর্ত অধিদপ্তর
২.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (ফরিদপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, পাবনা, নওগাঁ, লামলমনিরহাট ও বরিশাল) নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	গত ২০/১১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পিইসি সভায় ভবনের ফ্লোরের সংখ্যা, ফ্লোর ইউজ প্লান প্রভৃতি এনালাইসিস করে চূড়ান্ত করার নিমিত্ত ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রধানের নেতৃত্বে একটি ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক ৩০/০১/২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভবনের ফ্লোরের সংখ্যা, ফ্লোর ইউজ প্লান প্রভৃতি এনালাইসিস করা হয়। এনালাইসিস করে বর্ণিত প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা সংশোধনের সিদ্ধান্ত হয়। নকশা সংশোধনের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর-কে বলা হয়। স্থাপত্য সকশা সংশোধন এর কাজ চলমান রয়েছে। নকশা সংশোধনের কাজ শেষ হলে নকশা এনালাইসিস করে কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তির করে বর্ণিত প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৩.	০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ	স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থাপত্য নকশা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয় ভবনে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কার্যালয় এবং বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় স্থাপিত হবে বিধায় "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ৭টি)" প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা কার্যালয়ের জন্য স্থাপনা সংশোধন করে বর্ণিত প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা সংশোধন করা হবে।	স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৮। **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:**

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৯০৩৮.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৯৪৬.২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৬৬%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৬২২.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৪.৯৮%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৯২.২২ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭১.৩৫%।

অত:পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ২০৬জন লোকবল নিয়োগের আউটসোর্সিং এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও ২৪ জন পরামর্শক নিয়োগের মধ্যে ১৬জনকে ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, অপারেশন সাপোর্টের জন্য কমিটি পাওয়া গেছে। বরাদ্দ পেলে ডাটা শেয়ারিং এর কাজ শুরু করা হবে। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে কাজের গতি বৃদ্ধি ও মানসম্মত কাজের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভাপতি ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিজস্ব জনবলকে সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। ডিআইপিতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কারিগরি জনবলকে ই-পাসপোর্ট কাজে নিয়োজিত করা যায় কি-না তা ভেবে দেখার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভাপতি প্রস্তাবিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এক্সটেনশন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিআইপি'র মহাপরিচালক জানান যে, গণপূর্ত বিভাগর প্রকৌশলীদের ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নে বিলম্বিত হচ্ছে। এ পর্যায়ে সভাপতি গণপূর্ত বিভাগকে ০২টি বেজমেনের সুবিধা রাখা হয়েছে কি-না এ জিজ্ঞাসায় গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশরী সভাকে জানান যে, ০২টি বেজমেনের সুবিধা রেখে ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অবিলম্বে ডিআইপিতে প্রেরণ করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কারিগরি জনবল দক্ষ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স প্রকল্পের ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সমন্বয়ে যৌথ সভার মাধ্যমে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ প্রকল্পের স্থাপত্য নকশাসহ প্রস্তাবিত ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে;
(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১৮.২১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯২.০৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ

১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৮.১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৬.৩৯%। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.৩১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯১.৯৭%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে'

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	পাসপোর্ট পারসোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এক্সটেনশন প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সভা আগামী ২৮/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-১, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ভিসার কাজ চলমান রয়েছে।	(১)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২)গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৩.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৩৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯১%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২.৪২ কোটি টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ২৪.৮৪%।

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন এ প্রকল্পের একবার আন্ত:খাত সমন্বয় হয়েছে। এখন দ্বিতীয় আন্ত:খাত সমন্বয় করা প্রয়োজন যেটা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠাতে হবে। সভাপতি দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;
(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে;
(গ) দ্বিতীয় আন্ত:খাত সমন্বয়ের প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৭.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৩১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২২.৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৭৫%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.৫৬ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.১৯%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, গত সপ্তাহে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। সভাপতির জিজ্ঞাসায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রস্তাবিত সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে সম্পূর্ণ ব্যয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক পূর্ত কাজের ভেরিয়েশন প্রয়োজন মর্মে জুন ২০২৩ তারিখে অবহিত করেন। অদ্যাবধি পূর্ত কাজের কোনো ভেরিয়েশন উপস্থাপন করা হয়নি। এ পর্যায়ে গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ভেরিয়েশন কার্যক্রম গণপূর্ত বিভাগের জোনাল অফিসে চলমান রয়েছে। দ্রুত ভেরিয়েশন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। সভাপতি কোনো ভেরিয়েশনের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ময়মনসিংহ কারাগারের চলমান নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করত: চাহিদা মোতাবেক অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(খ) প্রকল্পের ভেরিয়েশনসমূহ দ্রুত অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত কোনো ব্যয় হয়নি।

উপসচিব (পরিকল্পনা-১) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সভাপতি Comprehensive Mobile Jammer সংগ্রহের বিষয়ে জিজ্ঞাসায় অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক সভায় জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এবং নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে মর্মে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) জ্যামার ক্রয়ের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে;
(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৭৫.৪৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.৮৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩২.১০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৯৮.৯৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৪৯.৫০%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.৩৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৮.৬৭%।

সভায় যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, প্রকল্পটির গত ১৯/০৩/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পিইসি সভায় আন্ত:মন্ত্রণালয় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে। সভাপতি পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে আন্ত:মন্ত্রণালয় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সভা আহ্বানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(গ) প্রকল্পের সংশোধিত সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;
(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৭১.৪১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮.১১% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩৭%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৬৩.৩০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৪.৪৭%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২০.৬৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৩১%।

প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রস্তাবিত সংশোধিত আরএডিপিতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরে ব্যয় করা সম্ভব হবে। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সভাপতির জিজ্ঞাসায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১১ একর জায়গা নিয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। ক্যাবিনেটে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন ০৪টি ভবন নির্মাণ হয়েছে উক্ত জায়গার ৭০ শতাংশ জায়গা কারাগারকে বন্দোবস্ত নিতে হবে এবং জেলা প্রশাসক সহায়তা করবেন। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান, প্রকল্পের আওতায় উক্ত জায়গা ফিমেল ওয়ার্ড, পাওয়ার সাব স্টেশন এবং পাওয়ার হাউজ নির্মাণের নকশা অনুমোদিত হয়েছিল। বর্তমানে যেহেতু জায়গা ১১ একরের মধ্যে ৭০ শতাংশ সিদ্ধান্ত হওয়ায় কারাগারের নিজস্ব জায়গা স্থাপত্য নকশা সংশোধন করে নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে। সভাপতি সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সংশোধিত স্থাপত্য নকশা দ্রুত প্রণয়নের তাগিদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) ক্যাবিনেটের আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জমির সীমানা চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

SK

(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৫.৩২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.৪৪% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৯%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৪২.১১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৫৪%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৪.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৯.১১%।

উপসচিব (পরিকল্পনা-১) সভায় বলেন যে, প্রকল্পটি জুন ২০২৪ মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। সভাপতি মহোদয় প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চান প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হবে কিনা প্রকল্প পরিচালক বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ অত্যন্ত ধীর গতিতে হচ্ছে। তাছাড়া ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হবে। সভাপতি দ্রুত সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকার আলোকে সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২.৭৯ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৮৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ১১.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ৩০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫%। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.১৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.১০%।

সভাপতি চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ ব্যয় হবে কিনা এ জিজ্ঞাসায় প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, সংশোধিত আরএডিপিতে যে বরাদ্দ রয়েছে তা সম্পন্ন ব্যয় হবে না। সভাপতি দ্রুত আন্ত:প্রকল্প উপযোজনের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব গণপূর্ত অধিদপ্তর পর্যায়ে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধির পূর্বানুমতি পাওয়ার পর দ্রুত পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(গ) প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা ডিপিপিতে উল্লেখপূর্বক আরডিপিপি'র প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

(ঘ) কারা অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্প ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-৩, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবল জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরে মাস্টারপ্লান যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে।	কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২.	অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা-২, তারিখ ২০/০১/২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপির উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবরে ১৩/০৯/২০২৩ তারিখ পত্র প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থবিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি-৪, তারিখ ১০/০৪/২০১৬, স্থান-কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। (মেয়াদ: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় কারা হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরে মাস্টারপ্লান প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি) এপিএতে নাম্বার পাওয়ার জন্য যেসব প্রকল্প শেষ হয়েছে সেসব প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ফেরত দেওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮/৩/2024

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নং: ৫৮.০০.০০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১. ৪৩

তারিখ: ২৮/০৩/২০২৪

সদয় অবগতি ও কাযার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, অর্থ বিভাগ।
২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৬। সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৭। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
৮। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
৯। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
১০। অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১১। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১২। অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১৩। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
১৪। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।
১৫। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
১৬। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১৭। যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১৮। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১৯। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর।
২০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
২২। সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-২), সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
২৩। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
২৪। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।

২৮/০৩/2024

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন
উপসচিব